তৃতীয় অধ্যায়

# অমিয় চক্রবর্তী ঃ কাব্য-ভাবনা ও রূপকল্প

অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' ১৯৩৮- এর অক্টোবরে প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁর কবিত্ব শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। পরের বছরে প্রকাশিত হল 'একমুঠো' (নভেম্বর ১৯৩৯), এই কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী।

খসড়া কাব্যের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল এবং ভেবেছিলেন যে একটা সমালোচনা লিখবেন কিন্তু 'ভয় হোলো পাছে বাংলার আধুনিকরা মনে করে আমি তাদেরই জয়ধ্বনি করছি' পরের বছর 'একমুঠো' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ 'নবযুগের কাব্য'-এ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন : "বর্তমান সাহিত্যে আমার অনভিজ্ঞতা আমি কবুল করি। তাই আমি খুঁজি এমন কোনো পথচারীকে যিনি এ পথের পথিকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, আধুনিক সাহিত্যে যাঁর পরিচয় বই-পড়া পরিচয় নয়, যিনি কাছের থেকে নবীন কবিদের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছেন। সদ্য সৃষ্টির শিল্পবিকাশের আবহাওয়ায় যাঁর চিত্তে আপন মজ্জার ভিতর থেকে প্রকাশের চেষ্টা সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে, তাঁর কাছ থেকে নতুন ঋতু ফুল ফসলের সত্য খবর পাবার আশা করা যায়। অর্থাৎ এটা জানা চাই তাঁর মধ্যে যে প্রভাব এসেছে সেটা অব্যবহিত, দূরের থেকে নকলের উদ্যম নয়।" [১]

পরিশেষে আলোচনার উপসংহারে বলেছেন : 'এই স্বাতন্ত্র্য সংকীর্ণ পরিধি নিয়ে নয়। এ নয় কেবল যৌন রসভোগের উদ্বেলতা, এ নয় আঙ্গিকের বিস্ফোরণে ভাষাকে উলটপালট ক'রে দেওয়া। অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য আছে এর মধ্যে - বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে আছে এর সঞ্চরণ। [২]

১৯৩৩ সালে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সচিব পদে ইস্তফা দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে যান। ১৯৩৩ পূর্ববর্তী সময়ে তিনি রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। পাঁচবছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরে তাঁর 'খসড়া'র পরের বছর 'এক মুঠো'প্রকাশিত হল। এই প্রথম বাংলা কাব্য সাহিত্য প্রাঙ্গণে বিশ্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে অমিয় চক্রবর্তী আবির্ভূত হলেন। 'খসড়া'তেই পেলাম বিজ্ঞান চেতনার ছাপ, এবং 'এই যুগল কাব্যের কবি কৃতি একেবারেই বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রথম বাংলায় এমন কবিতা লেখা হল যা তৎকালীন ইংরেজী কাব্যের সমগোত্রীয়।" রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাগুলিকে ছায়াপথের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তাঁর মনে হয়েছে এর মধ্যে স্পষ্ট অস্পষ্টের ভাব ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস বাদে অমিয় চক্রবর্তীর 'মাটির দেয়াল' প্রকাশিত হয় (১৯৪২)। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থিকা হল 'মাটির দেয়াল'। অমিয় চক্রবর্তীর

ভাষায় : 'মাটি, ধরণী, বসুন্ধরা যে নামেই হোক ভূমিস্পর্শ অভিযানই আমার স্বপ্রকাশ, তার অন্য ভাষা নেই, ভাষ্য নেই। সংসারে একটি মৃন্ময়ী বাসা বেঁধেছিলাম সেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। .... যা লিখেছি তারই মৃত্তিকায় গড়া প্রদীপ রইলো, আরো দু-সন্ধ্যা তুলসী-তলায় জ্বলুক।' বিশ্ব পরিব্রাজক অমিয় চক্রবর্তী মানসপটে বাংলার মাটির প্রতি একটা অন্তরের টান ছিল । তিনি বাংলার কবি, প্রবাসে তাঁর জীবন কেটেছে তাই ঘরের দিকে ফিরবার দুর্মর আকুলতা রণিত হয়েছে কখনো স্পষ্টরূপে, কখনো নানা অনুষঙ্গ চিত্রণে।

এর পরে ১৯৪৩ সালে অমিয় চক্রবর্তীর নিজস্বতার স্বাক্ষরে ভাস্বরিত হয়ে প্রকাশিত হল 'অভিজ্ঞান বসন্ত'। এই কাব্যগ্রন্থ সাত পর্যায়ে বিন্যস্ত, প্রাথমিক, প্রদক্ষিণ, সূর্যখন্ডিত ছায়া, মন-মাধ্যাহ্নিক, সংসার ও দিনযাপন।[৩]

এই কাব্যের 'সূর্যখন্ডিত ছায়া' পর্যায়ের 'সংগতি' কবিতার সুরই কবি'র জীবনের প্রধান সুর। 'সংগতি' কবিতা অনুধাবন করে বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তীকে বলেছিলেন বাংলা দেশের সমকালীন পর্যায়ে 'সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি।' এই কবিতার মূল বক্তব্যকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তাঁর যে কবিতাটি প্রথম সাড়া তুলেছিল সেটি মনে করা যাক; ''সংগতি'' ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়া বাড়ীটার মিলন সংগীত; এই সংগতি তাঁর সকল কাব্যের মূলমন্ত্র।''

*'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর*
*পোড়ো বাড়িটার*
*ঐ ভাঙা দরোজাটা।*
*মেলাবেন।*

* * *

*তোমার আমার নানা সংগ্রাম*
*ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম*
*মেলাবেন।*
*তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে*
*যত কিছু সুর, যা কিছু বেসুর বাজে*
*মেলাবেন।'*

অমিয় চক্রবর্তীর দুর্জয় আশার সংগীত হল সংগতি। এই অভিশপ্ত যুগ পদব্রজে পার হওয়ার আশায় হাতে তুলে নিয়েছেন আস্তিক্যবোধের আলোকবর্তিকা। কণ্ঠে তাঁর আশার সংগীত যুগযন্ত্রণাকে ছাপিয়ে রণিত হয়েছে মেলাবেন তিনি মেলাবেন। এই তিনি হচ্ছেন কবি-মানসের বিধাতা পুরুষ - এই অভিশপ্ত-বিধ্বস্ত-হাহাকার জীবনের পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের শুধু সংগতির প্রতীক হিসেবেই উদয় হননি, তিনি সুষমা ও সৌন্দর্যের মহান শিল্পী হিসেবে দেখা দিয়েছেন। ধ্যানলোকে বাঙ্ময় এই চিত্রকল্পের গহীনে আমরা কবিকে অনুভব করি।

'অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সবচেয়ে কম'[৪] তাই তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা অনেক সময় সেই অতি সূক্ষ্ম সীমান্তরেখায় বেপথুমান, যাকে অনুভব করার জন্য প্রায় একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়,'[৫] কেননা পন্ডিত বলেই অমিয় চক্রবর্তী তাঁর পান্ডিত্যকে সহজেই তিনি তাঁর লেখায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলা থেকে না- বলার মাঝেই তিনি আশ্চর্যভাবে অনেক কিছু বলে গেছেন শান্ত, ধীর, সংযম ও সংহতির মাধ্যমে। তাঁর কাব্যে জমাট গুণ যা একান্তই তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 'যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য, তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার এই কবিতায় আধুনিকের স্বরূপ আমি দেখতে পেলুম।'

দৃষ্টিভঙ্গিতে অমিয় চক্রবর্তী মার্জিত পরিশীলিত এবং স্বচ্ছ মননের অধিকারী। আধুনিক কালের বিভিন্ন সঙ্কট, সংশয়কে তিনি আপন প্রজ্ঞায় প্রকাশ করলেন। তিনি কল্যাণধর্মী অহিংস শুভ মানবিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কবিতায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি স্বল্পতম পরিসরে অতলস্পর্শী ব্যঞ্জনার সুমিত প্রয়োগ, যার মধ্যে অনুভূতির কোন ফাঁক নেই, যার একমাত্র লক্ষ্য হল পাঠকের অনুভূতি।

অমিয় চক্রবর্তী অনেক নূতন শব্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করে চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত এনেছেন। যেমন, জীবনতা, পরমতা, ধন্যতা, আপনতা, মননী, যৌবনী, চন্দনী, প্রভৃতি তুলে এনেছেন। কোনস্থানে উপভাষা, কোনস্থানে কথ্যভাষার মিশেল দিয়ে জীবনের মনের গভীরতম স্তরকে স্পর্শ করেছেন অবলীল ক্রমে :

*'তুমি হীন জীবনতা*
*তাতে রাঙা হয়ে বেলা নামে'*

এখানে প্রিয়জনের মৃত্যুর পর জীবন- মরণের সীমানা ছাড়ানো প্রশান্তির মোহানায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে নতুন ভালবাসার চোখে দেখার কবিতা। এখানে জীবনতার অর্থ essential quality বা জীবনের অবিচ্ছেদ্য লক্ষ্মণ সমূহের ছবি।[৬]

কবি অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক কবিতায় অনুভবের ফাঁকির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেমেছিলেন . বাস্তবের প্রতি তাঁর দুর্মর আসক্তি, এক নতুন মাত্রা বাংলা কাব্যে বহন করে এনেছে। এক বিকেলের বর্ণনায় যে চিত্রকল্প পাই তা আধুনিক বাংলা কবিতায় এক নবসংযোজন :

*'সিমেন্ট, চুনের টিপি আছে প'ড়ে*
*নতুন দালান সিঁড়ি-বাঁধা,*
*সামনের মাঠে ধুলো কাদা*
*বুড়ো গাছ, পাতা ধুলো কাদা,*
*বাঁকা আলো, ডাঙা শূন্য, নীল হাওয়া,*
*দুপুরের তেজক্লান্ত চোখের শিরায় মোর ছাওয়া,*
*-সব জোড়া এ বিকেল।*[৭]

অন্য একটি চিত্রকল্পে দেখি কবি বাস্তব এবং ধ্যানের সংগতি খুঁজে পেয়েছেন :

*ফুলকে ছোঁব। দেখব। এক হব মাধুরীর ডুবে*
*ধ্যানে নয়, টবে নয়,নয় মালায়, বোতলে গন্ধ ফোঁটায়*
*-ফুলকে পাব বোঁটায়।*
*  *  *  *
*স্পষ্ট চাওয়া এই। পাব একবার পাব।*
*শঙ্খচক্রআঁকা তার রঙীন দ্বারে যাব।'* ৮

প্রথমে কবি ফুলকে ধ্যানে নয়, বোঁটায় পেতে চেয়েছেন কিন্তু পরেই বলেছেন ফুলকে শুধু বোঁটায় নয় ধ্যানেও পেতে হবে। কারণ ধ্যানকে পরিহার করলে বাস্তব পূর্ণতা পায় না। তাই অলকার ধ্যানে (কালিদাসের মেঘদূত) সেই সৌন্দর্যমূর্তিতে পৌঁছতে গেলে বাস্তব স্তর অতিক্রম করে যেতে হয়। এক্ষেত্রে কবি যক্ষগৃহ বর্ণনার আংশিক ভাবনা প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাস্তব আর ধ্যান এই দুই বিপরীত মেরুর অবস্থাকে কবি তাঁর প্রকরণে এবং ভাবনায় অর্থবহতা করে তুলেছেন। এখানে অমিয় চক্রবর্তীর সার্থকতা *'সব ছবি একই প্রাণচ্ছবি একটি চৈতন্য সূর্যোদয়ে'* ভাবই কবির সৃষ্ট চিত্রকল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ।

একদিকে বাস্তব অন্যদিকে ধ্যানের নীল প্রশান্তি কারণ কবি জানেন : " Certainly the poet must try 'to see things as they really are', but nothing really is in isolation, pure and self sufficient, reality involves relationship, and as soon as you have relationship you have, for human beings, emotion, so that the poet cannot see things as they really are, can not be precise about them, unless he is also precise about the feelings which attach him to them ". ৯

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রভৃতি যে নূতন চেতনা- ভাবনা তুলে ধরেছিলেন তাকেও কবি স্বীকরণ করেছেন খুব সচেতনভাবে। অবদমিত মনের গোপন অর্গল কবি খুলে দিয়েছেন। অবচেতন মনের অন্ধকারকে কবি সচেতনতার আলো জেলে প্রকাশ করেছেন। বাড়ির সিঁড়ি ওঠানামার প্রতীকে অবদমিত মনের বাসনা বা ইচ্ছেকে 'অবচেতনা থেকে অতিচেতনার স্তরে মনের যাওয়া আসার তথ্যটি কবি তুলে ধরেছেন'। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা চিত্রকল্প কবির নানা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

*'সূর্য অস্তে জানলার শাসি*
*রঙে যায় ভাসি',*
*রাত্রি নামে।*
*পর্দা টেনে বসি বই নিয়ে,*
*সহসা চমক ভেঙে দিয়ে*

ঘন্টা বাজে
শব্দ তার থামে।

ছায়াভরা সিঁড়ি, মধ্য রাতে
ধীরে ধীরে উঠে আসি ছাতে
বেয়ে চলি সিঁড়ির ইসারা —
নীচে তলায় বন্ধ তালা
দোতলায় আলো আছে জ্বালা,
ছাতে বহু তারা।' ১০

কিংবা, 'মধ্যাহ্নে আদিম অবচেতন
মাটির বিস্তৃতি' ১১

কিংবা, 'সত্তার আধারে, স্তরে স্তরে,
ছোঁয় ধাতু,ছোঁয় শিলা।
জানিনা মাটির কারিগরে
* * * *
সত্তার আধার।
শিকড় মিশেচে। মাটি মেঘ
অণুর গোধূলি - মিলা।
প্রদোষে
ওঠে শিরা বেয়ে পাতা
চেতনার দিগন্তরে।
* * *
সন্ধ্যার কণায় ফিরে আসা
মগ্নতার স্তরে
স্মৃতি রশ্মি-হারা সেই খনির আসন।
বার বার
সেথা হ'তে উপরেতে ভাসা
দিনের কিনারায়।
সেথা কে রয়েচে আঁখি তুলি?' ১২

এরপর, করি'র চোখে ধুলোর বিষময় পরিণতি কী ভাবে আকাশ-বাতাস-গলিপথ-রাজপথের বুক বিদীর্ণ করে কেমনভাবে আমাদের শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করছে তার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন। "জীবন্ত-মৃত্যুর ধুলো' " লুপ্তির ধুলো" বাতাসে -কাটাফলে পুষ্টমারী, যক্ষ্মা ও ওলাওঠা বহে আনছে প্রতিনিয়ত:

*'অদৃষ্টের চাকা ঘোরে*
*আঁধি দিয়ে দৃষ্টি দিল ঘিরে।*
*সর্বস্বে - ধুলো,*
*নিশ্বাসের পথ চিরে*
*মৃত্যু ওড়াও।'* ১৩

একটা গ্রাম্য সংসারের চিত্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কয়েকটি খন্ড খন্ড চিত্র অখন্ডতা হয়ে একটা সংসারের রূপ প্রকাশ পেয়েছে :

*'অগণ্য ধান-খুশি সোনালি প্রসন্ন মেঘ,*
*বিষণ্ণ পুকুর জলে চাঁদের ছায়া, ডোবা চাঁদের ফালি;*
*মা কথা কননি; আমার মা*
*ডালটা কাটতে হবে পুরোনো শিশুগাছের।'* ১৪

চারটে ছবি চার লাইনে দেখতে পাচ্ছি- প্রথমটায় খুশির, দ্বিতীয়টায় বিষন্নতা, তৃতীয়টায় মাকে হারানোর কথা আর চতুর্থটায় সাংসারিক কাজ গাছের ডাল কাটার কথা - এই সব মিলে তৈরি হল নিটোল একটি সংসারের চিত্রকল্প।

কবি জানেন 'পৃথিবীর আলো-জ্বলা দৃষ্টি আছে অদৃশ্যের চোখে' এ হল মনের চোখে দেখা যাকে কবি 'দৃষ্টির দর্শন' বলেছেন। যেভাবে কবি জীবনকে জগৎ -কে দেখেছেন ঠিক সেই ভাবে সৎ কবির মতো প্রকাশ করেছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর শব্দ- চেতনা এবং ছন্দ- চেতনা বাস্তব অনুসারী, বিশেষ করে চলতি শব্দ ব্যবহারে তাঁর দঃসাহসিকতার পরিচয় বহন করে। এ ব্যাপারে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাছে অমিয় চক্রবর্তী ঋনী। তবে অমিয় চক্রবর্ত্তী আধুনিক হতে গিয়ে 'খসড়া' ও 'একমুঠো' কাব্যগ্রন্থে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি এ ব্যাপারে সচেতন হন। তাঁর কাব্যে নবযুগের বিজ্ঞানভাবনা প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে নবসংযোজন হিসাবে চিহ্নিত। বিজ্ঞান কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং বিজ্ঞান কবিতাকে নূতন ধরণের প্রতীতি আনতে সাহায্য করবে। তাই বিজ্ঞান আমাদের জীবনেরই অঙ্গ, এই ভাবনায় জারিত হয়ে কবি আধুনিক বাংলা কবিতায় নতুনত্বের সঞ্চার করেছেন। এই ভাবনা, এই চিন্তাকেই 'অতলস্পর্শী অভিজ্ঞতা' বলে। অমিয়

চক্রবর্তী মনে হয়, জার্মান কবি রিল্‌কের কাছে একথা তিনি জেনেছিলেন ' Verses are not, as people imagine, simply feelings; they are experiences'.

কবির অভিজ্ঞতায় সমুদ্রকে কারখানা, আকাশকে হাতঘড়ি, কুয়োকে চোঙ বলে মনে হয়েছে। কবি জানেন 'More than experience is necessary, for the mind must rise above the realm of existence to the realm of essence, and this can only be achieved by intellectual vision or invention'. ১৫ কবির কবিতায় ফ্রিজ, বেতার, দূরবীন, কম্পাস, মাইক্রো, ঘড়ি, ট্রেন, এরোপ্লেন, ট্রাক্টর, অণুবীক্ষণযন্ত্র, বকযন্ত্র এবং কলকারখানা প্রভৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে, যাতে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক গতিশীল বৈজ্ঞানিক যুগের ছবি। একে একে এর উদাহরণ তুলে , দেখব, অমিয় চক্রবর্তীর বৈজ্ঞানিক মরমিয়াবাদের 'দৃষ্টির দর্শন।

*'নীল কল। লক্ষ লক্ষ চাকা। মর্চে পড়া। শব্দের ভিড়ে*
*পুরোনো ফ্যাক্টারি ঘোরে।*
*নিযুত মজুরি খাটে পৃথিবীকে*
*বালি বানায়, গ্রাস করে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে*
*দ্বীপ ভাঙে; পাহাড়, প্রবালপুঞ্জ, নুনযন্ত্রে*
*ঘর্ঘর ঘোরায়। ধোঁয়া নেই। নব্যতন্ত্রী*
*ঐটুকু। আকাশের কারখানা ঢাকা - ডাইনামো,*
*শব্দ নেই। রাত্রে বারান্দায় ভাবি সমুদ্র কখন হবে শাম।'* ১৬

এই কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন ঃ 'কিঞ্চিৎ ক্যাটালগের ভাব সত্ত্বেও পঙক্তিগুলির ভাঙ্গা ছন্দের ওঠা-পড়ায় সমুদ্রের কম্পন ও আলোড়নের আভাস এসেছে।' ১৭ এক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তী সঙ্গে ওয়ালেস স্টীভেন্‌সের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। স্টীভেন্‌স প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাকালে তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটাকে কখনই সামনে আনতেন না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে পশ্চাতে রেখে অনুষঙ্গ ব্যঞ্জনা প্রয়োগে শব্দের এমন একটি চিত্র আঁকতেন যাতে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি ফুটে ওঠে। 'খসড়া' কাব্যে এই রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

*'ভাঙা কাঁচ মুখ চোখ দরজা বারুদ।*
*ফুল, ফুল ছিল জান্‌লায়*
*আগুনের আকাশ শ্বাস আগুনের খুনের*
*গ্যাসমুখোস রাত্রি অন্ধযাত্রী*
*ছবি, ছবি পোড়ে ওড়ে কে দাঁড়ায়*
*মাস্তুল জল চিৎকার বারুদ।'* ১৮

এখানে রাতের আঁধারে হঠাৎ আক্রান্ত মানুষের আর্তচিৎকার এবং দিশেহারার ছবি ফুটে উঠেছে।
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে কবির অপূর্ব শব্দ বয়নে ঃ

*'চাঁপার কলিতে কবি ধরো অণুবীক্ষণযন্ত্র*
*খুলে যাবে কোমল দিগন্তে-দিগন্তে*
*জ্যামিতিক গড়নের অঙ্গন। সবুজের ঝাঁঝরিতে*
*আলো ঢোকে, কোষে কোষে, কচি পাতা অনুপথে*
*হাওয়া খায়, চমকিত কুঁড়ি হয়। লেন্সের*
*হল্‌দে বিন্দুতে ডোবো। খোঁজো জীবনাংশের*
*অনিদ্র প্রাণকণা।'*[১৯]

কবি আকাশকে ঘড়ির চিত্ররূপ দিয়েছেন ঃ

*'অন্ধকারে ওঠে দেখি হাতঘড়ি*
*হাতে নয়, খোলা আকাশে।*
*রেডিয়ম জ্বালা সময়*
*দপ্ দপ্ করছে শূন্য জুড়ি,*
*চোখ নামাই।'*[২০]

কবি দেহকে ইঞ্জিনের মতো, মনকে ক্যাপ্টেনের মতো, প্রাণকে জাহাজের মতো, তারা-চন্দ্রকে কামারশালার আগুনের ফুলকির মতো, চিত্রে রূপায়িত করেছেন ঃ

*'মন*
*ক্যাপ্‌টেনের চোখ*
*কয়লাকল ঘুরচে বিদ্যুৎ জ্বলচে চাকা চল্‌চে হাল নিয়ন্ত্রিত*
*এঞ্জিনিয়র যান্ত্রিক খালাসী বিবিধ দিনরাত নিজের জায়গায়*
*জাহাজ চল্‌চে*
*আমি'*[২১]

ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের মধ্যে কবি শুনেছেন ওঁকার ধ্বনি

*'ধ্বনি*
*ঘর্ঘর-ঘর্ঘর হ'তে .....ওম্*
*ঘুরে ঘুরে শব্দের চার পাখা একছায়া*
*শব্দ মন্ত্র কায়া*
*ধ্বনি - ওম্*

*মণিপদ্মে .....হুম্*
*লক্ষ ভোল্‌ট বিদ্যুৎ -ঘোরানো*
*বিশ্ব ছোটে ঝটিকায় মেলে শেষ অব্দে*
*কোটি কোটি ভ্রমর তুরীয় শব্দে।'*২২

ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন- 'তিনি যন্ত্রের মাধ্যমে পেয়েছেন মন্ত্র দৃষ্টি। ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের ঘূর্ণনে দেখেছেন বৌদ্ধ ধর্মচক্রের আবর্তন- তার শব্দে শুনেছেন যন্ত্রবেদের ওঙ্কার।'২৩

কবি জড় থেকে মননের উদ্বর্তনের ধারা দেখেছেন বকযন্ত্রের চিত্রকল্পে ঃ

*'জড় যেখানে হয় জীবন*
*সেই খোলো আস্তরণ*
*চামড়া*
*　　*　　*
*ধাতু হল কোষ বেগ*
*জীবাণু , উদ্বেগ —*
*　　*　　*
*স্বপ্নে, জাগায়, কাজে*
*প্রাণ হল মননায়িত ; '*২৪

এরপর বেড়াতে বেড়াতে কবি বোলপুরের ভুবনডাঙ্গার মেলাতে এসে নাগর দোলায় উঠে পড়েছেন। ঘুরন্ত নাগর দোলাকে কবি ধর্মের লাটিম বলেছেন। রিল্‌কেরা 'the Round About' কবিতায় মেলার দৃশ্যের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর 'নাগর দোলা'র কিছু কিছু চিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়।

*'ন্যুটনী আপেল, ঘোরে ছাতাসুদ্ধ মাথা।*
*হের পৃথ্বি চারিপাশে সারি সারি পাতা*
*তারা উল্কা চাঁদ সূর্যি ঃ মাথা ঘোরা বাড়ে'*
*'সূর্যের শহর ঘোরে, হেগা- গ্রহের ধারে*
*হেগা সুদ্ধ জ্যোর্তি গুচ্ছ - আরো ঘোরে কার*
*কালশূন্য আইনস্টাইনী শূন্যে একাকার।'*২৫

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বের সঙ্গে বিশ্বভুবনের নাগরদোলার কবিকল্পনার অভাবনীয় চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে, ভুবনডাঙ্গার কর্তা, বিশ্বপ্রকৃতির বিধায়ক হিসেবে দেখা দিয়েছেন।

কুয়ো এবং কুয়োতলার ছবি আঁকতে গিয়ে কবি জলতত্ত্বে চলে গিয়েছেন সৃষ্টির আদিতেই। এই শক্তি, এই জল প্রাণধারণের গতি আনয়নের ঢেউ। খাপছাড়া, খন্ড খন্ড ছবিগুলো এক করতে পারলেই অখন্ডতা পাওয়া যাবে। এখানে কবি গ্রামের একটা কুয়োকে কেন্দ্র করে কুয়োতলার নির্ভেজাল ছবিও চিত্রিত করেছেন। কাটাকাটা, এলোমেলো, অগোছালো ছন্দ যা আমাদের বাংলাভাষায় এককথায় অস্বাভাবিক - ক্লান্তিকর। এই ধরনের কবিতায় ভাবে-ভাষায়-প্রকরণে রয়েছে কৃত্রিমতার প্রলেপ। নবত্ব নিঃসন্দেহে আছে, কিন্তু কবিত্ব নেই। কবির দৃষ্টিতে মন্ত্র ' ওঁ ' এবং যন্ত্র 'চোঙ ' এক হয়ে গেছে ঃ

*'স্নানভরা সরবতে আঙনে, বাসনে, ক্ষেতে, ভিজে -*
*কাঁকরের ধ্যান ধোঁয়া ধোপার কাপড়ে বালী ব্রিজে*
*আলোর আয়না তুমি, মেঘের একক, পৃথিবীর নীল বায়ুস্তরে*
*প্রাণের মন্ডল, জল, চায়ের গরম জল,*
*শেকলে বরফ শৈল শিরে*
*ওঁ*
*চুন সুরকির ভাঙা চোঙ।*
*  *  *
বেনুড়ি গ্রামের মানুষ
দাঁড়া, এই থালাটা মেজে নিই, একটু বোস।'[২৩]

কবি মনকে কাঁচ, পুকুর, আয়না এমনকি সিনেমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। Rainer Maria Rilke এর receptivity and transmission (গ্রহণ ও তার প্রতিফলন) এই ভাবনার কাব্যাদর্শকে অমিয় চক্রবর্তী গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। যেমন ঃ

*'ছোট জলের আয়না*
*টুকরো আকাশ লুকিয়ে রাখো'*
*  *  *
*কাঁচের জলের আয়না*
*হাসির কথায়, লোকের বিজ্ঞভাষে*
*ইস্পাতী তোর বুকে ভাসে*
*রেলের স্টেশনে; সবুজ আলো, ঘুম হারা জানলায়'*[২৪]

কবির দৃষ্টি- দর্শনে সুবিধাবাদী ও স্বার্থপরের চিত্ররূপ দেখি ঃ

*'কালিঘাটে ধর্মপ্রাণ, পোশাক বদলিয়ে রেস- এ নামে,*

*ঘোড়াদের পদকোষ্ঠি, যকিদের জানে ডাক নামে।*
*বিপদ যেখানে নেই, স্বাদেশিক, বদলে ফেলে কথা*
*গোরা দারোগাকে দেখে ব্যাখ্যা করে আন্তর্জাতিকতা।*
*যঞ্জডুমুর পঞ্চগব্য নব্য নৈশক্লাবের সভ্য*
*গুরু গঞ্জিকা পুরু পঞ্জিকা*
*অ্যাংলো বাংলা আধুনিকের বঙ্গ।'*

এরা হল কবির-র ভাষায় ঃ

*'যত মেকি আধুনিক*
*নেকী মর্মিকার গোষ্ঠী, পশ্চিমে জড়ত্ব চোখ মেলা*
*রুগ্ন কৃষ্টিপোষ্য; সমাজ বন্ধন ছেঁড়া নকলধার্মিক,*
*বাসি য়ুরোপী ঢঙে গোধূলী - লুটানো ধুলোখেলা*
*খেলে যুগান্ত ঝড়ে।'*[২৮]

কবি স্বজাতি-প্রীতি আত্মধিক্কারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে এঁকেছেন বনেদী বাঙালিবাবুর চরিত্র এবং তার আলস্যের চিত্ররূপ ঃ

*'সাঁকোর উপর ব'সে আছে সঙ বাঙালিবাবু*
*নধর দেহে লাল গামোছা, লোভের ক্ষিধেয় কাবু।*
*পাহাড়ে ভাত, মিহিচালের; মাংস, ছানা, পায়েস,*
*তাকিয়া দুটো জাঁকিয়ে ধ'রে দুপুর বেলায় আয়েস।*[২৯]

কবি কোন ভাবনায় ভাবিত হতে হতে গ্রামের পথ ধরে নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছেন জীবনের পথে। এ ভাবনা কবিজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জারিত থাকবে। আলোচ্য কবিতায় রাতভোর গন্ধ বিলিয়ে জুঁই ক্লান্ত হয়ে উঠেছে - ভোরের রাঙা আলোয় কবি ভাবনার অনুষঙ্গ নিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ লক্ষ্য করেন - এই চিত্ররূপ : জমিদারের পেয়াদা :

*'— ধান খেতে কালো ছায়া*
*ঐ জমিদারের পেয়াদা'*

সায়াহ্নে দেখেছেন ঃ *'পিদিম ছায়ায় গ্রামের রুগী ছেলে মার কোলে শুয়ে'*

গোধূলিতে প্রত্যক্ষ করেছেন ঃ *'বাঁশ পাতার ঝিরিঝিরি গোধূলি এবার'*

আবার কোথাও লক্ষ্য করেছেন : *— 'ছেলে মেয়ে*
*খেলচে সশব্দে খড়গাদায়'।*[৩০]

*'দেশী ধ্যানে*

*সায়েন্স লেগেছে'র* ছোঁওয়া এখানে নেই ,আছে গরীব গাঁয়ের সোঁদা বাস। এ যেন কোন চিত্রকরের তুলিতে ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক ছবি। এই কবিতায় ছন্দ বৈশিষ্ট্যে অপ্রত্যাশিত চমক সৃষ্টি করেছেন কবি । যন্মাত্রিক কলাবৃত্ত ছন্দে চলতে চলতে পাঁচমাত্রার খন্ডপর্ব ব্যবহারে অনবদ্যতা এসেছে।

*'মালতী পাটপুরের স্টেশনে*
*গ্রামের বুকে।*
*নিঃঝুম ট্রেন দুপুরে থামা ঃ*
*ওড্রদেশ।*
*ডাব ঝোলে গাছে*
*গুচ্ছ গুচ্ছ;*
*সবুজ পুকুর।*
*কলিঙ্গ মেয়ে কাঁখে শিশু গায়ে*
*হলুদ মাখা।*
*দারিদ্রতম ভারতী*
*ওড্রদেশ।*
*জগন্নাথের রাস্তায় ধুলো*
*পাশে ভাঙাঘরে*
*পানের দোকান;*
*গোরু-গাড়ী চলে।*
*শুকনো ছাগল ছিঁড়ছে ঘাস*
*— ওড্রদেশ।'* ৩১

'ঘুমের ঘোরে' নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কবি ভাবনায় ফুটে উঠেছে ব্যস্ততায় ভরা শিয়ালদহ স্টেশন। এমনকি গ্যাঙটক বাজারে নোংরা কাপে তিব্বতী-চা-এর ছবিও ধরা পড়েছে ।

*'পালানোর ট্রেনভরা শিয়ালদহ*
* * *
*এবং মধুর গ্যাঙটক্ বাজারে নোংরা পেয়ালায় তিব্বতী চা'* ৩২

রবিবারের ছবিকে কবি চিত্ররূপ দিয়েছেন

*'তাই পান খেয়ে রাঙা ঠোঁট*
*ছুটির ছবিখানি।'* ৩৩

'তিন প্রশ্ন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও এন্ড্রুজ-এর চিত্ররূপ বাংলা কাব্যে এক নূতন মাত্রা পেয়েছে ঃ

*রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন ন্যুইয়র্কের*
*ষাটতলা বাড়ির ছায়ায় —*
*কে উঁচু ? —*
*- চৈতন্যের শুভ্রস্তম্ভ কবির উদ্ভাবনায়।*

*আর গান্ধীজির কাঁধে দেখো কোটি কৃষকের লাঙলের চাপ*
*চাষ করছেন ভারতের শুকনো মাটি বৃষ্টি-রোদে*
*অবিচল মানস মূর্তি, সংহারী যুগের তাপ*
*কঠিন কর্মে ফিরিয়ে দিচ্ছেন অক্রোধে,*

চার্লস ফেরিয়ার এন্ড্রুজকে চিত্ররূপ দিয়েছেন ঃ

*বর্মিত হস্ত্রীর দেশী তিনি সর্বদেশী*
*ভাবনায় নিয়ত কল্যাণ রেখা,*
*হাতে অজিতের শক্তি।*[৩৪]

'চেতন স্যাকরা' কবিতাতে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে কবিসত্তার বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। কবি জড়তা বদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের মাঝে স্যাকরাকে চিত্রেকল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। নোংরা ইতর পরিবেশের মাঝে শিল্পসৃষ্টি করতে হবে, তাই চৈতন্যের আগুনে জড়তাকে দগ্ধ করে জীবনকে শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছেন ঃ

*ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘোয়ো কুত্তোর*
*আড়ৎ বেঁধে আছ, বাঁচো (কিমাশ্চর্য বাঁচা) এবং*
*যমের কৃপায় মরা,*
*অমৃতস্য অধমপুত্র, বন্দী স্যাঁতস্যেঁতে গলির ঘরে ইঁদুর ভরা;*
*নেই রাগ। — অবশ্য। আছ আনন্দে।*
*খাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,*
*শিশু কাদায়, ধোঁয়ার সংসার, খুলে ওষুধের ছিপি*
*মা-বোনকে খাওয়াও - দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগলে,*
*তৎপূর্বাবধি রান্নার পাকে ক'ষে ঘোরাও; নিজে ভাগ্‌লে*
*শক্ত সিনেমার সীটে, ইতর প্রাণের গিল্টি*

*মুখভরা পান, দৃশ্য হলিউড্ মোক্ষের সিলাটি*
*ভোলায় ধিক্কার, সন্ধ্যেটা কাটে;*

*　　*　　*　　*

*.....তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,*
*সোনার সুন্দর রূপের রূপকার, এই নর্দমার দেহলিতে*
*ধ্যান বানাই।*[৩৫]

জড়তা থেকে চৈতন্যে জেগে ওঠা মানুষের ধর্ম ... এই চেতনা, ওই ভাবনা বাংলা কাব্য সাহিত্যে এক নূতন মাত্রা এনেছে।

অমিয় চক্রবর্তী *Vers lib'ere'* বা অক্ষরবৃত্তচালে গদ্য ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। কবি সর্বদা 'শৃঙ্খলিত জন্মের পর শৃঙ্খল মুক্ত হতে সচেষ্ট'[৩৬] ফলে তিনি '*takes its starting point from traditional versification but handles with great licence*'[৩৭] বলে সমালোচক অভিহিত করেছেন।

এ ব্যাপারে কবি স্বয়ং 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। কোন কোন সমালোচক অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দ প্রকরণকে জেরার্ড ম্যান্‌লি হপকিন্স-এর স্প্রাংরিদম এর সমগোত্র বলেছেন। প্রথম দিকে অমিয় চক্রবর্তী অসম মাত্রা ও পর্ব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। তবে স্প্রাংরিদমের চেয়ে ফ্রীভর্স-এর সমগোত্র সমধিক অমিয় চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাঙ্গণে কবি ভাষায়, ছন্দে রঙে, রসে চিত্রকল্পে ও রীতি প্রকরণে যে ধারা, যে নবত্ব এনেছিলেন তা তাঁর নিজস্ব। তাঁর কবিতা রঙিন ছবিকেই স্মরণ করায়। তাঁর সৃষ্ট চিত্রকল্পগুলি যেন কালার ফটোগ্রাফী, সামান্য বস্তু অসামান্যের আলোকবর্তিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। খসড়া কাব্যগ্রন্থের স্মারক কবিতাটিই তাঁর জীবন দর্শন। বিশ্বব্যাপী তিনি খুঁজেছেন ঃ

*জড়কে, প্রাণকে, মনকে*
*সব মিলিয়ে আপনাকে .....*

'রং সম্পর্কে তাঁর সংবেদনশীলতা বিস্ময়কর' তাঁর 'নূতন চোখের ছবিত্ব'যেন চালর অফসেটে ছাপা নানান দেশের নানান রঙের মিছিল। অমিয় চক্রবর্তী কবিতায় ব্যঙ্গ ঈষৎ লঘু তির্যক ভঙ্গির রীতি পরিলক্ষিত হয় যা তাঁর জীবনবোধের উপস্থাপন। পরিব্রাজক পন্ডিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিনি ঘুরেছেন তাই তাঁর কাব্যে একটা আন্তর্জাতিকআবহ সৃষ্টি হয়েছে। শব্দ প্রয়োগ চিত্রকল্প রচনায় অনুপুঙ্খের ব্যবহারে বিশ্বজনীন অনুভূতি ফুটে উঠেছে। কবিতার কায়া গঠনে তিনি লোকসংগীত এবং লৌকিক সংস্কৃতিরও সাহায্য নিয়ে স্বীকরণ করেছেন। পরিশেষে এ বিষয়ে নিশ্চিত কবি অমিয় চক্রবর্তী ভাষা ও ছন্দের প্রচলিত নিয়ম রীতিকে নিজস্বতায় জোরে ভেঙেছেন এবং আধুনিক বাংলা কাব্যের একজন দক্ষতম প্রকরণ শিল্পী বা কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কবি অমিয় চক্রবর্তীর চিত্রকল্প বা ইমেজ নির্মাণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে আলোচনায় আনা উচিত। উপমা এবং চিত্রকল্পের পার্থক্য বোধ হয় গুণগত নয়, বৈচিত্র্যগত এবং পরিমাণগত। কবিমানসের কল্পনা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধযুক্ত উপমা যখন কবিতাটির নির্মাণে অনিবার্য হয়, তখনই সেই উপমা চিত্রকল্পে পর্যবসিত হয়। অমিয় চক্রবর্তীর মতে ইমেজ ছাড়া কবিতাই হয়না। কবিতায় ইমেজ হল ভাষার সাহায্যে কবিমানসের অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রতিরূপায়ণ। বিশেষত কবিতায় ইমেজ এককভাবে নয়, গুচ্ছরূপে সৃষ্টি হয়, এই গুচ্ছগুলিকে জোড়া দিলে যে অখন্ড অবয়ব প্রাপ্ত হয় তার থেকেই কবি মানসকে অনেকখানি বোঝা যায়।

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় বস্তু জগৎ থেকে ইমেজ নিয়ে আসেন। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বের প্রতি তাঁর অন্তরের একাগ্র আগ্রহ ছিল। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে ইমেজ বস্তুগত সাদৃশ্যের সঙ্গে মননগত সাদৃশ্যের উপর রয়েছে এর যোগ। অমিয় চক্রবর্তীর বিজ্ঞান চেতনা ছিল প্রশংসনীয়। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতাকে এবং বিজ্ঞান জগৎ থেকে তিনি প্রচুর ইমেজ গ্রহণ করেছিলেন। পরিশেষে পরিলক্ষিত হয় আবেগ ও মননের প্রগাঢ়তার অব্যক্ত অনুভূতির প্রতিভূ স্বরূপ একটি বস্তুকে কেন্দ্রকরে স্থির সংস্কারের জন্ম হয় — তখনই সৃষ্ট হয় প্রতীক। অমিয় চক্রবর্তীর বেশীরভাগ ইমেজ জন্ম নিয়েছে কবিমানসের ব্যঞ্জনাময় অনুভূতি থেকে এবং কিছুক্ষেত্রে স্পষ্ট বাচ্যার্থ থেকেও ইমেজ সৃষ্টি করেছেন অমিয় চক্রবর্তী।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে বহুক্ষেত্রে বৃক্ষ,মন্দির, এরোপ্লেনের চিত্রকল্প ফুঠে উঠেছে। এগুলো হল আদিম, মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রতীক বা প্রতিনিধি।

বৃক্ষের চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে ঃ

*'অপেক্ষা দাঁড়ায় দুর্নিরীক্ষ্য*
*বীজপত্রে চলমান অলক্ষ্য দিগন্তধ্যায়ী বৃক্ষ।'*৩৮

কিংবা,

*'জীবনে পাথরে গাছে নদীতটে বাড়িতে বাজারে*
*ঘনিষ্ঠ বিস্মৃতিচক্র আদিম সংসারে।'*৩৯

কিংবা,

*'গাছের উপরে কুয়াশা চলচে'*৪০

কিংবা,

*'ঘুরচে চেনা গাছ'* ৪১

কিংবা,

*'আদিম মাটি আগুন বৃক্ষ'*৪২

কিংবা,

*'কাঠের সবুজ দীপে গাছ'* ৪৩

এর পর মন্দিরের চিত্রকল্প ঃ *'মন্দিরের মধ্যে বাদুড় ; পান্ডা, বাঁচা যদ্দুর'* ৪৪

কিংবা,

*'রাত্রি শেষ হ'লো*
*প্রার্থনার মন্দিরে মিনারেটে'* ৪৫

এরোপ্লেনের চিত্রকল্প দেখি ঃ

*'পাঠায়*
*আমার মেঘের কোঠায়*
*- ওঠে জ'মে*
*নীল আদ্যন্ত হাওয়া*
*তরী নাক্ষত্রিক*
*চেতনা*
*ছোটে কোন্ এরোড্রোমে।'* ৪৬

খন্ড খন্ডস্মৃতির ছবি অবচেতন স্তর থেকে চেতনার স্তরে ফুটে উঠেছে। অমিয় চক্রবর্তীর মনের উপর সুররিয়ালিজমের প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে।

অমিয় চক্রবর্তী বৃষ্টির চিত্রকল্প এঁকেছেন যার সঙ্গে - টি.এস. এলিয়টের 'দি ওয়েষ্ট ল্যান্ড' কাব্যের পঞ্চমাংশ *' What the Thunder said'* অংশে লক্ষ্য করি *'No water but only rock,/ Rock and no water'* এই পৌনঃপুনিক *Rock* উচ্চারণে এবং শব্দধ্বনিতে পাঠক চিত্তকে বাঙ্ময় করে তোলে। এবং

*' Drip drop drip drop drop drop drop*
*But there is no water'* অংশটির সঙ্গে অমিয় চক্রবর্ত্তীর বৃষ্টিরও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী করে মিল পাওয়া যায় এডওয়ার্ড টমাসের ' Rain' কবিতাটির সঙ্গে। অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'রুক্ষমাঠ' আর 'মনের মাটি' একই অপৃথক কল্পনায় গ্রথিত হয়েছে আর টমাসের Rain - এ মাটি আর মন বৃষ্টির জলে একই ভাবে বিধৌত হয়েছে :

*'Rain midnight rain, nothing but the wild rain*
*On this bleak hut, and solitude, and me*
*Remembering again, that I shall die*
*And neither hear the rain nor give it thanks*

*For washing me cleaner than I have been*
*Since I was born into this solitude'*

ফলশ্রুতিতে দুটো কবিতা ভিন্ন হলেও শিল্পায়ন ও ছন্দস্পর্শ পরস্পরকে সাজাত্য দান করেছে।
অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন ঃ

*'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।*
*বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্ত পিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,*
*মরুময় দীর্ঘ তিয়াসার মাঠে, ঝরে বনতলে,*
*ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে*
*শিরায় - শিরায় স্থানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।*
*ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,*
*বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে!'* ৪৭

* * *

*'রেখে যাবো মাটি-ঘরে ; মাধুরীর ব্যথা*
*পরিস্নাত শেষ কঠোরতা'*৪৮

গ্রাম বাংলার মাঠ-ঘাট বাজারে এমনকি নেবুফুল গন্ধ মেখে ঠান্ডা হাওয়ায় কবির বর্ণময় মিছিল ঃ

*থাকবো, বাঁচবো, নিশ্বাস মেলে রাখবো*
*পুকুর ধারে, হোক হাটের পাশে,*
*পাড়ার জামতলায়, বাড়ীর পিছনের ঘাসে*
*যেখানে কারখানা ঘরে কাঠ কাটচে করাত,*
*তুষ জমেচে, আস্তিন গুটানো কারিগর, চকচকে*
*লোহা নাড়চে শক্ত হাত।*
*জিইয়ে তুলবে বর্ষার নতুন কল্মিশাক,*
*লাউডগা, কচিশশা, কাঁচা আমড়া, তাজা লঙ্কা;*
*সিদুঁরে মেঘের দূর মৃদু ডঙ্কা*
*গাছে কিচির মিচির পাখির ডাক।*

* * *

*হালে বলদ জুৎচে*
*ঝাঁপি মাথায় চাষী বৃষ্টিতে চারা পুঁতচে*
*পশলা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম ভাপ,*

*ধান-পাকানো তাপ,*
*টনটনে নেবুফুলে ঠান্ডা হাওয়া;*
*সোনালী-কাঁটা, কাঁঠাল,ভরাট আম*
*ঝিকঝিকে গ্রীষ্মে পাওয়া।'*[৪৯]

কবিমানসের অন্তর্লোকে যে সদাজাগ্রত স্বদেশ ভাবনা এবং বাংলার মাটির প্রতি তাঁর অন্তরের যে টান, ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় কবি প্রবাসে থেকেও বাংলার মাটিকেই স্পর্শ করেছেন। একদিকে প্রবাসের বেদনা, আধুনিক জীবনের ভবঘুরে ছন্নছাড়া রূপ, অন্যদিকে ঘরে ফিরে আসার দুর্মর ব্যাকুলতা রণিত হয়েছে 'প্রবাসী' কবিতায় ঃ

*'বছরের পর বছর যায়। সহসা*
*ফিরে দেখার নামে ছোট আকাশ ঃ*
*বাংলাহীন বারোমাস।'*[৫০]

কিংবা,

*'বাস্তু ভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব*
*যার একখন্ড এই ক্ষুদ্র চাকরের আমিত্ব।*
*কতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ লাগানো,'*[৫১]
*হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো।*
*কুয়োর ঠান্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি,*
*গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।*
*আপনজনকে ভালবাসা,*
*বাঙলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ী ফেরার আশা।*
*তাড়াও সংসার, রাখলাম*
*বুকে ঢাকলাম*
*জন্ম জন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীণ গাছের ছায়ায়*
*তুলসী মন্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ায়*
*থার্ডক্লাসের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া*
*ধানের মাড়াই, কলাগাছ, কুকুর, খিড়কি পথ ঘাসে ছাওয়া।*
*মেঘ করেছে, দু'পাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,*
*সুন্দর ফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা,*
*গঙ্গার ভরাজল, ছোটো নদী, গাঁয়ের নিম ছায়াতীর—''*[৫২]

তাই দেখি 'বড়বাবুর কাছে নিবেদন'-এর তালিকায় এক প্রধান আসন পেয়েছিল বাংলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি ফেরার আশা।' তাই কবিমানসের স্বদেশ ভাবনায় ফুটে উঠেছে ঃ

'প্রবাসী ভারতী
কবি' শ্যামারতি
স্বদেশ মুরতি
মনে,
স্বাদ-ফেরা পাবো ভাষা [৫৩]'-র মধ্যে কবি এঁকেছেন সংসারের শেষ ছবি ঃ

'আলো নেমে গেছে সূর্যাস্তের তলে
আলোকিত বোধ লেগে আছে তবু
সন্ধ্যার জলে, অদৃশ্য মাঠের ঔদাত্তে
—অবসিত সংসারের শেষ ছবি' [৫৪]

শেষ করলেও শেষ করা যায় না। 'অভিজ্ঞান বসন্ত' কাব্যের সংসার পর্যায়ের 'চিঠি' একটি স্নিগ্ধ প্রেমের কবিতা। এই প্রেমের মধ্যে এসেছে বিচ্ছেদ-বেদনা। সেই বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছে চিরমিলনের আশ্বাস ঃ

'যে শুভশ্রী শুকোবে তার সত্যে আমরা আছি,
তারি সুরভিবাণী।' [৫৫]

অমিয় চক্রবর্তী কাব্যের ধারণাশক্তি সম্বন্ধে বলেছেন, 'ভাবের চিত্রময় অন্তর্লীন একটি সূক্ষ্ম শরীর তৈরি হওয়ার জন্য চাই মনের সম্বত বেড়া যা আপসকালে এবং ছন্দে প্রকাশ পায়।'[৫৬] এই ছন্দিত ভাষা সম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে - *Modern poetry in trying to achieve the poetry of everyday words and giving to our experience an ordered beauty of expression.*"

গদ্য ও পদ্যের, বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণের দিকে তাঁর ছিল নিপুণতা। তাই কবিমানসের অন্তরের ইচ্ছা আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

'কোথায় চলেচ পৃথিবী।
আমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া।।' [৫৭]

## ☐ উৎস প্রসঙ্গ ☐

(১-২) নবযুগের কাব্য / *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

(৩) আমার কালের কয়েকজন কবি / *জগদীশ ভট্টাচার্য*, পৃঃ৭২

(৪-৫) অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল / *বুদ্ধদেব বসু*

(৬) কবিতার নির্মাণ ঃ অমিয় চক্রবর্তী / *সুমিতা চক্রবর্তী*

(৭) চায়ের বেলা / *খসড়া/ অমিয় চক্রবর্তী*

(৮) বাস্তবিক / *একমুঠো/ ঐ*

(৯) *The Poetic Image / C. Day Lewis*

(১০) বাড়ি / *খসড়া/ অমিয় চক্রবর্তী*

(১১) চলন্ত / *খসড়া/ ঐ*

(১২) নামাওঠা / *খসড়া/ ঐ*

(১৩) মর্মান্তিক / *খসড়া/ ঐ*

(১৪) সংসার / *এক মুঠো/ ঐ*

(১৫) From the Modern Poetry /*Herbert Read*

(১৬) সমুদ্র / *খসড়া*

(১৭) কালের পুতুল / *বুদ্ধদেব বসু*

(১৮) যুদ্ধের খবর

(১৯) পুষ্পবৃষ্টি / খসড়া / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২০) বহুকালের ঘড়ি / খসড়া / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২১) সঙ্কল্প / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২২) ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান / খসড়া / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২৩) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় / *দীপ্তি ত্রিপাঠী*, পৃঃ৩৫৭ , নাভানা ১৯৫৯

(২৪) বকযন্ত্র / খসড়া / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২৫) নাগরদোলা / খসড়া / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২৬) কুয়োতলা / খসড়া / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২৭) পুকুর / খসড়া / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২৮) প্রাগতিক / একমুঠো / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২৯) কচুরিপানা / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৩০) দিনযাপন / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৩১) উৎকল / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৩২) ঘুমের ঘোরে / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৩৩) লগ্ন / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৩৪) তিন প্রশ্ন / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৩৫) চেতন স্যাকরা / একমুঠো / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৩৬) কবিতার নির্মাণঃ অমিয় চক্রবর্তী (প্রবন্ধ) / *সুমিতা চক্রবর্তী*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বিচার ও বিশ্লেষণ, ১৯৮৯, পৃঃ২১৮

(৩৭) Image and Experience / *Graham Hough, Page 88, Ed. 1960*

(৩৮) প্রতীক্ষা বিদায় / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৩৯) লক্ষণ / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪০) ঘুমের ঘোরে / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪১) সেই পথ / একমুঠো / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪২) যুদ্ধের খবর / একমুঠো / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪৩) শঙ্করাভরণ / মাটির দেয়ালে / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪৪) পার্থিব / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪৫) হারাপ্পা / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪৬) উড়ন্ত / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪৭) বৃষ্টি / একমুঠো / *অমিয় চক্রবর্তী* (উল্লেখ থাকে যে, *Rain* কবিতাটি জগদীশ ভট্টাচার্যের 'আমার কালের কয়েক জন কবি' বইটি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারবি, ১৯৯৫, পৃঃ ৯৬)

(৪৮) প্রতীক্ষা বিদায় / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৪৯) বসুধা / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৫০) প্রবাসী / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৫১) বড়বাবুর কাছে নিবেদন / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৫২) বড়বাবুর কাছে নিবেদন / মাটির দেয়াল / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৫৩) সৌখিন ভ্রমণ / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৫৪) মৃন্ময়ী / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৫৫) চিঠি / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৫৬) সাম্প্রতিক / *অমিয় চক্রবর্তী*

(৫৭) কোথায় চলছে পৃথিবী / অভিজ্ঞান বসন্ত / *অমিয় চক্রবর্তী*